বাংলাদেশের অর্থনীতি
(Economy of Bangladesh)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের জন্ম তথা স্বাধীনতা লাভ হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয় এবং ইতিমধ্যেই উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা রয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে। এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে এবং উন্নতস্তরে পৌছতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৯.২ বাংলাদেশের কৃষি খাত
পাঠ ৯.৩ বাংলাদেশের শিল্প খাত
পাঠ ৯.৪ বাংলাদেশের সেবা খাত
পাঠ ৯.৫ বাংলাদেশের বাণিজ্য

পাঠ ৯.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Features of Bangladesh Economy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সুতরাং উন্নয়নশীল অর্থনীতির সকল বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কম-বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **স্বল্প মাথাপিছু আয়:** মাথাপিছু স্বল্প আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশের জনসাধারণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত চিরাচরিত চাষাবাদ পদ্ধতি বজায় থাকায় এবং জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ পড়ায় বাংলাদেশের কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা কম। ফলে তাদের আয় স্বল্প এবং সেই স্বল্প আয়ের অধিকাংশই জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয়ে যায় বলে তারা তেমন কিছু সঞ্চয় করতে পারে না। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। তবে আমাদের মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসম ভিত্তিতে অর্থাৎ ধনীরা আরও বেশি ধনী ও গরীবরা আরও বেশি গরীব হচ্ছে।

২. **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত: কৃষিনির্ভর। এ দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ১৫.৩৩ শতাংশ (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৬)কিন্তু বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও এখানে জমির একর প্রতি ফলন তুলনামূলকভাবে কম।

৩. **শিল্পে অনগ্রসর:** বাংলাদেশ শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর। উদ্যোক্তার অভাব, মূলধনের অভাব, দক্ষ কারিগরের অভাব ইত্যাদি কারণে উন্নত দেশের তুলনায় এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান ৩১.২৮ শতাংশ মাত্র (উৎস: বা.অ.স-২০১৬)।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার:** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকলেও তাদের যথাযথ ব্যবহার এখনও সম্ভবপর হয়নি। মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রাচুর্য্যের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন করতে পারে নি।

৫. **অনুন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামো:** বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিনোদন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো এখনও মানসম্মত নয়। এতে দেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

৬. **জনসংখ্যার চাপ:** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে এবং দেশে বছরে ১.৩৭ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. **শিক্ষার হার:** দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৬৪.৪ (উৎস: বা.অ.স-২০১৬)।

৮. **মিশ্র অর্থনীতি:** বাংলাদেশে বর্তমানে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। তবে বর্তমানে বেসরকারি খাতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং দেশ ক্রমশ মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

৯. **সস্তা শ্রম:** বাংলাদেশে শ্রম উৎপাদনের সবচেয়ে সস্তা উপকরণ। তাই এ দেশে শ্রম নিবিড় শিল্প স্থাপন করা অধিকতর সুবিধাজনক।

১০. **বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ:** বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমানে ঋণ গ্রহণ করে। উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন ও বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

১১. **মুদ্রাস্ফীতি:** মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। এ কারণে সরকারের রাজস্ব ব্যয়ও প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যআয়ের দেশ হলেও এ দেশে এখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগসহ সকল ক্ষেত্রেই লেগেছে উন্নয়নের ছোয়া। তাই আমরা আশাবাদী বাংলাদেশ অচিরেই পরিণত হবে মধ্যম আয়ের দেশে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ

যে কোন দেশের অর্থনীতি বিভিন্ন বিভাগ বা ক্ষেত্রে বিভক্ত থাকে। অর্থনীতির এ সমস্ড় ক্ষেত্র বা বিভাগগুলো তাদের নিজ নিজ পরিমন্ডলে অর্থনীতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারাই দেশের গোটা অর্থনীতি গড়ে ওঠে। দেশের অর্থনীতির অন্ড়র্ভুক্ত এ সমস্ড় ক্ষেত্র বা বিভাগকে 'অর্থনৈতিক খাত' বলা হয়। উৎপাদনের মালিকানা, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার স্থান ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক খাত সমূহকে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মালিকানা ভিত্তিক খাত, উৎপাদন ভিত্তিক খাত, গ্রামীন খাত, শহুরে খাত ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতগুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে তিনভাবে বিভক্ত করা যায়- ক) উৎপাদন ভিত্তিক খ) মালিকানাভিত্তিক এবং গ) অঞ্চলভিত্তিক। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাত সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:

উৎপাদনভিত্তিক খাতসমুহ

উৎপাদনের দিক হতে বাংলাদেশের উৎপাদনভিত্তিক অর্থনৈতিক খাতসমূহকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬ এ ১৫ টি খাতে ভাগ করা হয়েছে, নিম্নে এ খাতগুলো সম্পর্কে এবং ২০০৫-০৬ সালের ভিত্তিমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে এদের শতকরা হার আলোচনা করা হল:

১. **কৃষি ও বনজ:** আমাদের অর্থনীতির প্রধান খাত হল কৃষিখাত। শস্য, বনজ সম্পদ, প্রানি সম্পদ হল কৃষির বিভিন্ন উপখাত। ২০১৪-১৫ সনে দেশের মোট জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১২.২৭ শতাংশ এবং এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২.০৭ শতাংশ।

২. **মৎস্য:** শুর“তে মৎস্য সম্পদ কৃষি খাতের অন্ড়র্ভুক্ত থাকলেও সম্প্রতি জিডিপিতে মৎস্য খাতকে পৃথক খাত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ২০১৪-১৫ সনে দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ এবং এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪১ শতাংশ।

৩. **শিল্প:** শিল্পখাত বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বৃহত্তম খাত। বৃহদায়তন শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হল শিল্পখাতের দুটি উপখাত। ২০১৪-১৫ সনে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ । এর মধ্যে বৃহদায়তন ও মাঝারি খাতের অবদান ১৬.৫২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের অবদান ৩.৬৫ শতাংশ । ২০১৪-১৫ সনে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.৩২ শতাংশ।

৪. **পরিবহন ও যোগাযোগ:** পরিবহণ ও যোগাযোগ এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুর“ত্বপূর্ণ খাত। বর্তমানে পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল পথ ও জল পথের গুর“ত্ব হ্রাস ও সড়ক পথের গুর“ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে সড়ক পরিবহনের অগ্রগতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। ২০১৪-১৫ সনে মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল ১১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৯ শতাংশ।

৫. **নির্মাণ:** নির্মাণ খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেক গুর“ত্বপূর্ণ খাত। ২০১৪-১৫ সনে মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল ৭.১৭ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬৩ শতাংশ।

৬. **লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা:** লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম খাত। ২০১৪-১৫ সনে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতে অবদান ছিল ৩.৪২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪৮ শতাংশ।

৭. **বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি সম্পদ:** বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ বাংলাদেশের একটি গুর“ত্বপূর্ন খাত। ২০১৪-১৫ সনে মোট দেশজ উৎপাদনের এ খাতের অবদান ছিল মাত্র ১.৪৩ শতাংশ। এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৭.০১ শতাংশ।

৮. **আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:** আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেক গুর“ত্বপূর্ন খাত। ২০১৪-১৫ সনে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান ছিল ৩.৪১ শতাংশ এবং এখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৮৩ শতাংশ।

৯. **পাইকারি ও খুচরা বিপণনঃ** জিডিপিতে পাইকারি ও খুচরা বিপণন খাতের অবদানও যথেষ্ঠ। ২০১৪-১৫ সনের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ছিল ১৪.১২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৯ শতাংশ।

১০. **রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্যঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরেক গুরুত্বপূর্ন খাত হল গৃহায়ন। ২০১৪-১৫ সনে মোট জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৬.৮৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৬ শতাংশ ।

১১. **কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবাঃ** বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক খাত হতে জিডিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাওয়া যায়। ২০১৪-১৫ সনের জিডিপিতে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন সেবাখাতের অবদান ছিল ৯.৫৩ শতাংশ এবং এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩৬ শতাংশ।

১২. **শিক্ষা খাতঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরেক গুরুত্বপূর্ন খাত হল শিক্ষাখাত। ২০১৪-১৫ সনে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিক্ষাখাতের অবদান ছিল ২.২৮ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬২ শতাংশ।

১৩. **স্বাস্থ্য সেবাঃ** স্বাস্থ্য সেবা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম খাত। ২০০৪-১৫ সনে বাংলাদেশের জিডিপিতে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা খাতের অবদান ১.৮৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬৯ শতাংশ।

১৪. **খনিজ ও খননঃ** ২০১৪-১৫ সনে আমাদের জিডিপিতে খনিজ ও খনন খাতের অবদান ছিল ১.৬৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪৮ শতাংশ।

১৫. **হোটেল ও রেঁস্তোরাঃ** ২০১৪-১৫ সনে আমাদের জিডিপিতে হোটেল ও রেঁস্তোরা খাতের অবদান ০.৭৫ শতাংশ এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৬.৮৫ শতাংশ।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নের প্রধান চারটি উপায় যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের কৃষি, শিল্পসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন দেশের তুলনায় অনুন্নত। সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে জনগনের মাথাপিছু আয় কম হওয়ার কারণ হলো–

i) কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি অবস্থান
ii) উৎপাদন ক্ষমতা কম
iii) অধিক জনসংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে শিল্পের অবদান শতকরা কত?

ক. ৪০.৮৭ খ. ১০.৭৮ গ. ৬০.৮৭ ঘ. ১৭.৮৭

৩। বাংলাদেশে ২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে-

ক. ৮২৮ জন খ. ৯৩০জন গ. ১০১৫ জন ঘ. ১০৮০ জন

৪। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ নিরক্ষর?

ক. ১০ ভাগ খ. ৩৮ ভাগ গ. ৩০ ভাগ ঘ. ২০ ভাগ

পাঠ ৯.২ বাংলাদেশের কৃষি খাত (Agricultural Sector of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের কৃষিখাতের বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির উপখাত সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিজাত ফসলের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কৃষির সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষি বলে। তবে আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে কৃষি হল এমন এক ধরণের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কর্ম যা ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য উদ্ভিদ পরিচর্চা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থনীতির আলোচনায় পশু-পালন থেকে শুরু করে শস্য উৎপাদন, বনায়ন, খনিজ ও মৎস্য সম্পদ আহরণ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়াকে কৃষির অন্তভুক্তি করা হয়। বাংলাদেশে কৃষিকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। যথা- ১) শস্য, ২) বনজ সম্পদ, ৩) প্রাণি সম্পদ। পূর্বে মৎস্য সম্পদও একটি উপখাত হিসেবে কৃষি খাতের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের হিসেবে মৎস্য উপখাতকে একটি পৃথক খাত হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ হলেও এখনও চাষাবাদ মূলত: জীবনধারণ কেন্দ্রীক। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু হয় নি বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. **একর প্রতি উৎপাদন কম:** যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও বাংলাদেশে এখনও অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। উন্নত মানের বীজ এবং সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অপ্রতুল। চাষের জমিতে পানি সরবরাহের জন্য এ দেশের কৃষকেরা এখনও প্রকৃতির উপর কিছুটা নির্ভরশীল। একর প্রতি জমির উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। এই উৎপাদন উন্নত বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও কম।

২. **ভূমিহীন কৃষক:** বাংলাদেশের ৫০ শতাংশেরও অধিক কৃষক পরিবার কার্যত ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। এই সমস্ত ভূমিহীন কৃষকেরা স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকাজে তেমন উৎসাহ বোধ করে না। আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজোত:** বাংলাদেশের কৃষি জমি গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত। ফলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি কাজ করা আমাদের দেশে কঠিন। এটি আমাদের কৃষি-ফলনের স্বল্পতার অন্যতম কারন।

৪. **জীবন ধারনের জন্য চাষ:** আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য উন্নত দেশের কৃষি কার্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি কার্য জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। খুব কম কৃষক পরিবারই ভরনপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্যের অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করে থাকে।

৫. **অনাবাদী জমিঃ** আমাদের দেশে যে পরিমান চাষযোগ্য জমি আছে তার সবটা এখনও চাষাবাদ হয় না। এছাড়া উপযুক্ত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের অভাবে বাংলাদেশে এখনও বহু জমি চাষের অযোগ্য রয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে এ সমস্ত জমি সহজেই চাষের অধীনে আনা যায়।

৬. **ছদ্মবেশী বেকারতঃ** বাংলাদেশের কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব প্রকট। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প- নিয়োগের অভাবে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক এসে ভীড় করছে। এ সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জনগনকে আপাত দৃষ্টিতে কর্মে নিয়োজিত মনে হলেও তারা কার্যত বেকার। বাংলাদেশে কৃষিতে এরূপ ছদ্মবেশী বেকারত্বের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং এ কারণে আমাদের কৃষকের মাথাপিছু আয় কম।

৭. **কৃষিপণ্যের নিম্নমানঃ** আমাদের কৃষিপণ্যের মান উন্নত নয়। এ কারণে বিদেশের বাজারে আমাদের কৃষিজাত পণ্য সুনাম অর্জন করতে পারছে না।

৮. **দরিদ্র ও স্বাস্থ্যহীন কৃষকঃ** আমাদের দেশের কৃষকেরা গরীব। পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাবে তারা হীনবল ও স্বাস্থ্যহীন। কৃষকের দারিদ্র্যতা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব আমাদের কৃষি উন্নয়নের পথে অন্তরায়।

৯. **জমির অনুপস্থিত মালিকানাঃ** বাংলাদেশের অনেক কৃষি জমির মালিক শহরে বাস করে। তারা নিজেরা কৃষি জমির তদারক করে না। ফলে জমির উৎপাদন কম হয়।

১০. **কীট-পতঙ্গের উপদ্রবঃ** কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১১. **বর্গাচাষ পদ্ধতিঃ** বাংলাদেশে প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জমি বর্গাচাষের আওতায় রয়েছে। বর্গাচাষীরা মালিককে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে জমি চাষ করে। এ সমস্ত বর্গাচাষী জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনে উৎসাহী নয়।

১২. **খাদ্যশস্যের প্রাধান্যঃ** আমাদের কৃষিতে খাদ্যশস্যের প্রাধান্য রয়েছে। নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মিটানোর পর অবশিষ্ট জমিতে এ দেশের কৃষক অর্থকরী ফসল চাষ করে। ফলে আমাদের কৃষিতে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন কম।

বাংলাদেশে কৃষির উপখাত

বাংলাদেশের কৃষি খাত তিনটি উপখাত বিভক্ত। নিম্নে বাংলাদেশের কৃষির উপখাতগুলোর বিবরণ দেয়া হলঃ

১. শস্য ও শাকসব্জি উপখাতঃ বিভিন্ন প্রকারের শস্য ও শাকসব্জি নিয়ে বাংলাদেশের কৃষির শস্য উপখাত গঠিত। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। এই উপখাতে আমাদের মোট কৃষি উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ উৎপাদিত হয়।

২. বনজ সম্পদ উপখাতঃ বনজ সম্পদকে বাংলাদেশে কৃষির একটি উপখাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ উপখাতে বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রায় ২ শতাংশ উৎপাদিত হয়।

৩. প্রাণিসম্পদ উপখাতঃ প্রাণি সম্পদ বাংলাদেশের কৃষির একটি উপখাত। এই খাতে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই উপখাতে বাংলাদেশের কৃষিখাতের প্রায় ৩ শতাংশ উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশের কৃষিজাত ফসলের শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশে অসংখ্য কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। এদের কতকগুলো খাদ্যশস্য হিসেবে এবং কতকগুলো অর্থকরী বা বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

ক) খাদ্যশস্যঃ খাদ্যশস্য বলতে সে সব কৃষিজাত পণ্যকে বুঝায় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে এসব শস্য ব্যবহৃত হয়। দেশের জনগোষ্ঠী এসব শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বলে রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। তবে দেশের জনগনের চাহিদা মেটানোর পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। ধান, গম, যব, ভূট্টা, আলু, সয়াবিন, চিনাবাদাম, ফল-মূল ইত্যাদি বাংলাদেশে খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ) অর্থকরী ফসলঃ অর্থকরী শস্য বা ফসল বলতে সেসব শস্য বা ফসলকে বুঝায় যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপন্ন করা হয়। সাধারণত উৎপাদনকারিগণ এসব শস্য দেশীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের জন্য বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। পাট, তুলা, তামাক, চা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল।

তবে ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কতকগুলো শস্যকে খাদ্যশস্য অথবা অর্থকরী ফসল উভয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেমন- চা, ইক্ষু, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি। কোন একটি শস্য কোন দেশের জন্য খাদ্যশস্য হিসেবে, আবার কোন দেশের জন্য অর্থকরী ফসল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। মোট কথা কোন শস্য যখন কোন দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটায় তখন তাকে খাদ্যশস্য এবং কোন দ্রব্য যখন মুনাফা অর্জনের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয় তখন তাকে অর্থকরী শস্য বলা হয়। অর্থাৎ, সকল খাদ্য শস্যই অর্থকরী ফসল কিন্তু সকল অর্থকরী ফসল খাদ্যশস্য নয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের গুরুত্ব

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। রপ্তানি বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জুড়েও আছে কৃষি। অতএব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১। জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস: আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। তাই কৃষির উন্নতি হলে জাতীয় আয় বাড়বে এবং এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

২। খাদ্যের যোগানদাতা: আমাদের দেশে খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমাত্র কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

৩। শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি: এ দেশে শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। পাট, চিনি, বস্ত্র, দিয়াশলাই, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল আমরা কৃষি থেকে পেয়ে থাকি। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। এই অর্থ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানির জন্য ব্যয় করা হয়। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। কৃষির উন্নতি হলে দেশে রাসায়নিক সার, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ঔষদ প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠে।

৪। কর্মসংস্থান: বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এদেশের পল্লী এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ লোক কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৫। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই কৃষিপণ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য নিয়ে গঠিত। এই দেশের রপ্তানি আয়ে এই খাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

৬। মূলধন গঠনে সাহায্য: কৃষির উন্নতি হলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি সঞ্চয় করতে পারে। এভাবে কৃষি মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণস্বরূপ। কৃষির উন্নতির অর্থই হচ্ছে সমগ্র দেশের অগ্রগতি, জনগনের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি। সে জন্য আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মতৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	
আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কিভাবে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে? ব্যাখ্যা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হল- একর প্রতি উৎপাদন কম, ভূমিহীন কৃষক বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজাত বৃদ্ধি, জীবন ধারণের জন্য চাষ, অনাবাদী জমি,ছদ্মবেশী বেকারত্ব, কৃষিপণ্যের নিম্নমান, দরিদ্র ও স্বাস্থ্যহীন কৃষক, জমির অনুপস্থিত মালিকানা, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, বর্গাচাষ পদ্ধতি ও খাদ্যশস্যের প্রাধান্য ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষিখাত তিনটি উপখাতে বিভক্ত তা হলো-

i) শস্য ও শাকসবজি উপখাত

ii) বনজ সম্পদ উপখাত

iii) পানি সম্পদ উপখাত।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

২। বাংলাদেশে একর প্রতি জমির উৎপাদন উন্নত বিশ্বের চেয়ে কত কম?

ক. ১/২ খ. ১/৩ গ. ১/৪ ঘ. ১/৫

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

অরুণ মিয়া বর্গাচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তিনি যে খাতে জড়িত সেটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি খাত।

৩। উদ্দীপকটিতে অর্থনীতির কোন খাতের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়?

ক. কৃষি খ. শিল্প গ. সেবা ঘ. বাণিজ্য

৪। এ খাতের অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত–

i. দারিদ্র্য বিমোচন

ii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৯.৩ বাংলাদেশের শিল্পখাত (Industrial Sector of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের শিল্পখাতের বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে শিল্পের আকার ও গঠন কাঠামো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শিল্পখাতের সংজ্ঞা

কোন দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া তিনটি স্তর বা খাত ধরে অগ্রসর হয়। যথা- ১) প্রাথমিক খাত ২) মাধ্যমিক খাত ও ৩) চূড়ান্ত খাত। উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এটি উৎপাদনের প্রাথমিক খাত। যেমন- তুলা হল সূতা উৎপাদনের প্রাথমিক কাঁচামাল। সূতা থেকে উৎপন্ন হয় কাপড়। এ কাপড় থেকে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ধরণের পোষাক যা আমরা ব্যবহার করে থাকি। এখানে সূতা ও কাপড় হল মাধ্যমিক দ্রব্য এবং পোষাক হল চূড়ান্ত দ্রব্য। অর্থাৎ, উৎপাদনের কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্য থেকে পরবর্তী পর্যায়ে কিছু দ্রব্য উৎপন্ন হয় যা সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের মাধ্যমিক দ্রব্য বলা হয়। চূড়ান্ত দ্রব্য সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়। অতএব যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্যে এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলে।

কারখানার অভ্যন্তরে শিল্পের উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়। এরূপ এক একটি কারখানাকে ফার্ম বলে। সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত দেশের সকল ফার্মের সমষ্টি হল শিল্প। যেমন- নাটোরের চিনির কল একটি ফার্ম এবং বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টি হল চিনি শিল্প। দেশের সকল শিল্পের সমষ্টিকে শিল্পখাত বলা হয়। কৃষিখাতের সঙ্গে শিল্প খাতের পার্থক্য এই যে, কৃষি উৎপাদন মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত হয় এবং ভূমি কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপাদান। পক্ষান্তরে, শিল্পোৎপাদন কারখানায় পরিচালিত হয় এবং মূলধন শিল্পোৎপাদনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্ব

শিল্পোন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিল্পোন্নয়নের ফলে দেশের প্রাকৃতিক উপকরণগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, নতুন ধরণের দ্রব্য সামগ্রীর উদ্ভব ঘটে, জাতীয় চরিত্রের আমুল পরিবর্তন হয়, সময়ানুবর্তিতা, কর্মদক্ষতা, পার্থিব ভোগের প্রতি আসক্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আকাঙ্খা বাড়ে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হল:

১। **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বর্তমানকালে শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোন দেশের পক্ষে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অনুন্নত অর্থনীতি উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে কৃষির তুলনায় শিল্প ও সেবা খাতের প্রাধান্য বোঝায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩১.২৮ শতাংশ।

২। **কৃষির উন্নয়ন:** কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ; যেমন- রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ঔষধ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষির অগ্রগতির জন্য শিল্পোন্নয়ন বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে।

৩। **প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** বাংলাদেশ কাঁচামালে সমৃদ্ধ। কিন্তু, শিল্পোন্নয়ন ছাড়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্টু ব্যবহার সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের পাট, চামড়া প্রভৃতির অধিকাংশই কাঁচামাল হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সুতরাং দেশে প্রাপ্ত কাঁচামালের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে শিল্পোন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

৪। **বেকার সমস্যা সমাধান:** দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে শুধু কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।

৫। **শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা:** বর্তমান যুগে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে হলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা খাতের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। এসব দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহ গড়ে তোলা উচিত।

৬। **অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটলে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমান বাড়বে।

৭। **বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বাংলাদেশকে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। দেশে অধিক সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্টান গড়ে উঠলে আমদানির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এতে দেশের পক্ষে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং বিদেশের উপর অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

৮। **লেনদেনের ভারসাম্যের উন্নতি:** বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদাই প্রতিকূলে থাকে। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। শিল্পোন্নয়নের ফলে এ দেশের শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পাবে এবং লেনদেনের ভারসাম্যের উন্নতি ঘটবে।

৯। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি:** উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আবার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। কারণ শিল্পোন্নতি ছাড়া পরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার যোগান পাওয়া যাবে না।

১০। **জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি:** কৃষির তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হয় দ্রুত। সুতরাং কৃষি অপেক্ষা শিল্পের সাহায্যে জাতীয় আয় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করা যায়। অতএব, দ্রুতগতিতে দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

১১। **কৃষির উপর সংখ্যার চাপ হ্রাস:** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু, বিকল্প নিয়োগের অভাবে এই বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতেই এসে ভীড় জমাচ্ছে। শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারলে দেশের বর্ধিত জনগোষ্টীকে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাবে। ফলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাবে।

১২। **দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি:** বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমিকের খুবই অভাব। অদক্ষ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা কম। কোন দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি, অর্থাৎ পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের যোগান অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে দেয়। পক্ষান্তরে, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকলে দক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়তে থাকে। সুতরাং, দক্ষ শ্রমিক গঠনের জন্য শিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিল্পের আকার ও গঠন কাঠামো

বাংলাদেশ শিল্পে উন্নত নয় তবে উদীয়মান। বাংলাদেশের শিল্পের আকার ও গঠন কাঠামো নিচে ব্যাখ্যা করা হল:

ক) আকার অনুযায়ী শিল্পের শ্রেণিবিভাগ: বাংলাদেশের শিল্পসমূহ আকার অনুযায়ী মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। **বৃহৎ শিল্প:** বৃহৎ শিল্প বলতে বড় শিল্প বুঝায়, অর্থাৎ যে শিল্পে অধিক মূলধন, অনেক শ্রমিক ও প্রচুর পরিমান কাঁচামাল ব্যবহার করে আধুনিক তথ্য ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে বৃহৎ বা বৃহদায়ন শিল্প বলে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ২৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে তাকে বৃহৎ শিল্প বলে। পাট, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, সার ইত্যাদি বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের উদাহরণ।

২। **মাঝারি শিল্প:** বাংলাদেশের শিল্প আইন বা কারখানা আইন অনুযায়ী যে কারখানায় ২০ জনের বেশি কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত আছে তাকে মাঝারি শিল্প বলে। মাঝারি শিল্প মূলত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাঝামাঝি অবস্থান করে। মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্পের ন্যায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তবে মূলধন তুলনামূলকভাবে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বহু সংখ্যক মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চামড়া শিল্প, সিগারেট শিল্প, সাবান শিল্প ও দিয়াশলাই শিল্প।

৩। **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প:** সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে সুক্ষ্ম অর্থে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে এখানে উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র শিল্পে ভাড়া করা শ্রমিক ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হয়। কুটির শিল্প মূলত পারিবারিক শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়। মোট কথা স্থানীয় কাঁচামাল, কম মূলধন এবং পরিবারের সদস্য দ্বারা কুটির শিল্প বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে তাঁত শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, বিড়ি শিল্প, লবণ শিল্প ইত্যাদি হল কুটির শিল্প।

খ) কাঠামো অনুযায়ী শিল্পের শ্রেণীবিভাগ

কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

১। **ভোগ্য দ্রব্য শিল্প:** যে সকল শিল্প কারখানা সরাসরি মানুষের ভোগ উপযোগী দ্রব্য তৈরী করে তাকে ভোগ দ্রব্য শিল্প দ্রব্য বলে। যেমন- সাবান শিল্প, চিনি শিল্প, সিগারেট শিল্প ইত্যাদি। বাংলাদেশ একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ। তাই এখানে ভোগ্য শিল্পের গুরুত্ব অত্যাধিক।

২। **মাধ্যমিক দ্রব্য শিল্প:** যে সকল উৎপাদিত পণ্য পুনরায় অন্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে মাধ্যমিক দ্রব্য বলে। আর এই মাধ্যমিক দ্রব্য যে সকল কারখানায় তৈরী হয় তাকে মাধ্যমিক দ্রব্যের শিল্প বলে। যেমন- সুতা একটি উৎপাদিত দ্রব্য যা বস্ত্র শিল্পে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই সুতা শিল্পকে মাধ্যমিক শিল্প বলা হয়।

৩। **মূলধনী দ্রব্যের শিল্প:** বাংলাদেশে মূলধনী বা ভারী শিল্প নেই বললেই চলে। তবে একটি দেশের অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে হলে অবশ্যই প্রয়োজন মূলধনী শিল্প। মূলধনী দ্রব্য যে কারখানায় তৈরী হয় তাকে মুলধনী শিল্প বলে। যেমন- জয়দেবপুর মেশিন ও টুলস্ ফ্যাক্টরী, চিটাগাং স্টিল মিল ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	
বাংলাদেশের শিল্পখাতের নিরাপত্তা জোরদার করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা করুন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং বাংলাদেশে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান ও দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। অবশ্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য-

i) রপ্তানি করতে হয় ii) আমদানি করতে হয় iii) উৎপাদন করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। শাহ সিমেন্ট কারখানা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি আবুল খায়ের গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ইহা কোন ধরনের শিল্প?

ক. সরকারি শিল্প খ. ক্ষুদ্র শিল্প গ. বৃহৎ শিল্প ঘ. মাঝারি শিল্প

৪। শিল্প খাতের উন্নয়নে দেশে-

i. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে

ii. লেনদেন ভারসাম্যের অবনতি ঘটবে

iii. দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৯.৪ বাংলাদেশের সেবা খাত (Service Sector of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের সেবাখাতের বিবরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেবা খাতের সংজ্ঞা

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি বৃহৎ আকারের সেবা খাত রয়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সেবা খাতের ভূমিকা অনেক বেশি। এখানে মূলত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, পনি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিয়ে আলোকপাত করা হল। প্রকৃতপক্ষে এ গুলোকে সেবা খাত বলা হয়।

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত: একটি উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল আধুনিক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে সাংগঠণিক পরিমার্জন, সেক্টর উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রনয়ন ইত্যাদি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাব-মেরিন কেবল এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

দেশজ উৎপাদনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'পরিবহন ও যোগাযোগ' খাত (স্থল পথ পরিবহন, পানি পথ পরিবহন, আকাশ পথ পরিবহন, সহযোগী পরিবহন যোগ ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত) এর অবদান ১১.২৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহন ও বিলি ডাক বিভাগের মূল কাজ। এ প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে ৯.৮৮৬ টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য জনগনের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে ডাক সেবা প্রদান করা। ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিকভাবে বিস্তৃত। পাশাপাশি ডাক বিভাগ জনগনের জন্য আরো অনেকগুলো সেবা প্রদান করে, যেমন- পার্শেল (অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক), রেজিষ্ট্রেশন, বীমা (অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক), ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, ইএমেস সার্ভিস, ইন্টেল পোষ্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস) ও ই পোষ্ট ইত্যাদি।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডাক ও তার যোগাযোগ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৮৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে জিডিপিতে ডাক ও তার যোগাযোগের অবদান ২০১৪-১৫ সালে ছিল ২.৭০ শতাংশ।

বাংলাদেশের বাসস্থান ব্যবস্থা

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং মানুষের কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান মানুষের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও সহায়ক। এ কারণেই দেশের মানুষের অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাসস্থান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। গৃহহীণ, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্টীর বাসস্থান সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহায়ন তহবিল গঠন, আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও ঘরে ফেরা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষার হার উন্নত দেশের তুলনায় কম। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশের মত। অন্যদিকে, উন্নত বিশ্বে শিক্ষার হার প্রায় ১০০ শতাংশ। দেশে তাই একটি সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি এবং সঠিক শিক্ষা কাঠামো দেশের উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রুপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

স্বাস্থ্য সেবা

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য সেবা জনসাধারনের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতি তৈরি করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখনও দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত দেশের তুলনায় সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছেনি। এখনও এদেশের মানুষ গ্রাম্য কবিরাজ, ঝাঁড়-ফুক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদির দারস্থ হচ্ছে। ২০১৩-১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি ২১৬৬ জনে ১ জন ডাক্তার রয়েছে এবং সরকারি হাসপাতালে ১৬৫২ জনের জন্য ১টি শয্যা রয়েছে যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের জিডিপিতে স্বাস্থ্য সেবার প্রবৃদ্ধির হার ২০১৬-২০১৭ সালে ৭.৫০ শতাংশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	
গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? বিশ্লেষন করুন।	

সারসংক্ষেপ

- দেশজ উৎপাদনে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত এর অবদান মাত্র ১০.৮০ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭০ শতাংশ।
- বাংলাদেশের ডাক বিভাগের কর্মকান্ড প্রসার লাভ করছে বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা মানসম্মত নয়। এ জন্যে শিক্ষা পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত এর অবদান ছিল-

ক. ২০.৬০ শতাংশ খ. ২০.৮০ শতাংশ গ. ১২.২৫শতাংশ ঘ. ১২.২৫ শতাংশ

২। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার কত?

ক. ৭৫ শতাংশ খ. ৮৭ শতাংশ গ. ৬৫ শতাংশ ঘ. ৭৮ শতাংশ

৫। বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থার সেবার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে–

i. মানি অর্ডার সার্ভিস
ii. জিইপি সার্ভিস
iii. ই পোস্ট সার্ভিস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ৯.৫ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষন বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জনশক্তি ও দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানির গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারণা

দুই বা ততোধিক স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সংগঠিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ যদি কোন দেশ তার ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে অবস্থিত এক বা একাধিক দেশের সাথে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাকার্যের আদান-প্রদান করে তবে তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পাবে সে দেশ সে সব দ্রব্য উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে। বিনিময়ে যে সব দ্রব্য উৎপাদনের আপেক্ষিক সুবিধা কম সে সব দ্রব্য আমদানি করবে। এ ভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

১। **মুষ্টিমেয় দ্রব্য রপ্তানি এবং অধিক সংখ্যক দ্রব্য আমদানিঃ** বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাত্র কয়েকটি দ্রব্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, মাছ প্রধান। কিন্তু বাংলাদেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের সংখ্যা অগণিত, অতিক্ষুদ্র একটি পিন থেকে আরম্ভ করে খাদ্যশস্য পর্যন্ত বহু সংখ্যক দ্রব্য বাংলাদেশকে আমদানি করতে হয়।

২। **মুষ্টিমেয় দেশের সাথে বেশির ভাগ বাণিজ্যঃ** বাংলাদেশের বেশির ভাগ বাণিজ্য মাত্র কয়েকটি দেশের সাথে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সব দেশ হল যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, কানাডা, ভারত, জাপান ও চীন। ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যা দেশের মোট রপ্তানির ২০.০৬ শতাংশ।

৩। **বিলাস দ্রব্যের আমদানিঃ** স্বাধীনতার পর বিলাস দ্রব্যের আমদানির উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বিলাস দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **জলপথে অধিক বাণিজ্যঃ** বিদেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ সমুদ্র পথে সংঘঠিত হয়ে থাকে। এ সব বাণিজ্য চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেবল ভারত, বার্মা, নেপাল ও ভূটানের সাথে স্থলপথে বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

৫। **বৈদেশিক প্রাধান্যঃ** বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের চাবিকাটি আজও বিদেশীদের হাতে। বিদেশী ব্যাংক, বীমা ও জাহাজ ছাড়া এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বাধাগ্রস্থ হয়।

৬। **জনশক্তি রপ্তানিঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের এক বৃহৎ অংশ অর্জিত হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি করে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দক্ষ ও অদক্ষ জনসমষ্টি কর্মরত, এ সকল জনসমষ্টি দেশে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করছে। যার কারণে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। **ওয়েজ আর্নারস স্কীমঃ** বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকেরা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে তাদের বাংলাদেশী প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারের আমদানি নীতিতে উল্লেখিত কতিপয় পণ্য আমদানি করতে পারে। এই স্কীমকে ওয়েজ আর্নারস স্কীম বলে, এই স্কীম ১৯৭৪ সন থেকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং এর আওতায় আমদানির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে।

৮। **সার্কভুক্ত দেশের সাথে বাণিজ্যঃ** প্রতিবেশী দেশগুলোর সমন্বয়ে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাথে পরস্পর আস্থাহীনতার কারণে খুবই ধীর গতিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯। **বেসরকারি খাতঃ** স্বাধীনতার পর পরই দেশে সরকারি খাতে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে বাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে। ফলে বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যে বেসরকারি খাতের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। সংক্ষেপে এগুলোই বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষিত বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বাধা নিষেধ আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলা হয়। অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য করা হয় না এবং আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সরকার কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে না। পক্ষ্যন্তরে, সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য বা এক কথায় সংরক্ষণ বলা হয়। সাধারনত আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করে কিংবা আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে বা দেশীয় উৎপাদনকারীদেরকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করা হয়। বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করাই সংরক্ষণ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি

দ্রব্য বা পণ্য সামগ্রী আমদানি রপ্তানির মত জনশক্তিও আমদানি রপ্তানি করা যায়। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে যেমন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা-যোগান রয়েছে, জনশক্তিরও তেমন আন্তর্জাতিক চাহিদা ও সরবরাহ রয়েছে। তবে জনশক্তি আমদানি-রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্রব্য সামগ্রীর মত জনশক্তি একেবারে আমদানি-রপ্তানি হয় না। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করলে তা ফেরত পাওয়া যায় না। অপরদিকে জনশক্তি রপ্তানি বা আমদানি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়, চুক্তির সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে আবার তারা নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসে। জনশক্তি রপ্তানির ফলে তাদের নাগরিকত্ব বদলে যায় না। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ জিডিপি'র শতকরা ১১.১১ এবং মোট দ্রব্য রপ্তানি আয়ের ৫২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১২,৫২২ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের বিবরণ

ক) বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের বিবরণ

কৃষিপ্রধান দেশগুলো সাধারণভাবে প্রাথমিক পণ্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও প্রাথমিক পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্পজাত পন্যের প্রাধান্য রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহের বিবরণ দেয়া হল:

ক. প্রাথমিক পণ্যঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যেও প্রাথমিক পন্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বর্তমানে আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫.৬ শতাংশ প্রাথমিক পণ্যের রপ্তানি থেকে অর্জিত হচ্ছে। নিম্নে আমাদের প্রধান প্রাথমিক রপ্তানি পণ্যগুলোর বিবরণ দেয়া হয়:

১. কাঁচা পাটঃ পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। উন্নতমানের কাঁচাপাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের বাজারে এখনও বাংলাদেশের একচোটিয়া আধিপত্য রয়েছে। ব্রিটেন, পাকিস্তান, রাশিয়া, মিশর, বেলজিয়াম, চীন প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ কাঁচাপাট রপ্তানি করে।

২. চাঃ চা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। বাংলাদেশের ১৫৮টি চা বাগানে বছরে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়। প্রতিবছর আমরা প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন চা রপ্তানি করি। পাকিস্তান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, মিসর প্রভৃতি দেশ আমাদের চা-এর প্রধান ক্রেতা।

৩. হিমায়িত খাদ্য: হিমায়িত খাদ্য আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য। হিমায়িত চিংড়ি, ব্যাঙের পা, মাছ প্রভৃতি রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন, ইটালি, সিঙ্গাপুর, ভারত প্রভৃতি দেশ আমাদের হিমায়িত খাদ্যের প্রধান ক্রেতা।

৪. কৃষিজ পণ্য: বাংলাদেশ শাক-সবজি, গোলআলু প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করে। ব্রিটেন, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশে এসব পণ্য রপ্তানি হয়।

৫. অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য: বাংলাদেশ থেকে পান, সুপারি, মশলা, ফলমুল প্রভৃতি কিছু প্রাথমিক পণ্যও রপ্তানি করা হয়।

খ. শিল্পজাত দ্রব্য: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ শ্রম প্রগাঢ় প্রযুক্তিতে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে গঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে উপার্জিত হয়। নিম্নে বাংলাদেশের শিল্পজাত রপ্তানি দ্রব্যের বিবরণ দেয়া হল:

১. পাটজাত দ্রব্য: পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পোলান্ড, বুলগেরিয়া, জাপান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ আমাদের পাটজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা। ২০১৪-১৫ সালে বাংলাদেশ ৭০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। মাসে এ খাতে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার।

২. চামড়া: পাকা ও কাঁচা চামড়া বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ভারত, জার্মানি, বেলজিয়াম, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ২০১৪-১৫ সালে চামড়া রপ্তানি থেকে ৫১০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।

৩. তৈরি পোশাক: বর্তমানে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। তবে এ শিল্পের কাঁচামাল, যথা-কাপড়, সুতা, বোতাম, বক্রম ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ প্রধানত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ও উত্তর আমেরিকায় তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ২০১৪-১৫ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি হতে ১২৫০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।

৪. নীটওয়্যার: নীটওয়্যার বা হোসিয়ারী দ্রব্য, যথা- গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার ইত্যাদি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ও উত্তর আমেরিকা আমাদের নীটওয়্যারের প্রধান ক্রেতা। ২০১৪-১৫ সালে নীটওয়্যার রপ্তানি হতে ১২১০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।

৫. সার ও রাসায়নিক দ্রব্য: বাংলাদেশ সার ও কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যও রপ্তানি করে। ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে এ সমস্ত পণ্য রপ্তানি করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে এখানে রপ্তানি করে ৯.৫ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।

৬. জুতা: বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জুতা রপ্তানি করে প্রায় ৫৫০ কোটি মার্কিন ডলার উপার্জন করে।

৭. পেট্রোলিয়াম উপজাত: বাংলাদেশ ন্যাপথা, ফার্নিশ ওয়েল, বিটুমিন ইত্যাদি পেট্রোলিয়াম উপজাতও রপ্তানি করে।

৮. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য: বাংলাদেশ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুতকৃত কিছু হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ২০১৪-১৫ সালে এ দ্রব্য রপ্তানি করে ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করে।

৯. অন্যান্য শিল্প দ্রব্য: বাংলাদেশ সিরামিক, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল প্রভৃতি দ্রব্যাদিও রপ্তানি করে।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে গুড়, পার্টেক্স, রেয়ন, বইপত্র ও সাময়িকী, দিয়াশলাই ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি করা হয়। এ খাতে রপ্তানি করে ২০১৪-১৫ সালে ১৯২.৫ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে।

খ) বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যের বিবরণ

বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যগুলোর বিবরণ দেয়া হল:

১. **প্রাথমিক পণ্যসমূহ:** বাংলাদেশ চাল, গম, তৈলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তুলা প্রভৃতি প্রাথমিক দ্রব্য আমদানি করে। ২০১৪-১৫ সালে এখাতে ব্যয় হয় ৫৩০ কোটি মার্কিন ডলার।

২. **শিল্পজাত পণ্য:** বাংলাদেশে প্রধানত ভোজ্য তেল, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার, সুতা প্রভৃতি আমদানি করে। ২০১৪-১৫ সালে এখাতে ব্যয় হয় ৯৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

৩. **মুলধনী দ্রব্য:** বাংলাদেশে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও খুচরা অংশ, কৃষি যন্ত্রপাতি, রেলের ইঞ্জিন ও বগি, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, মোটর ইঞ্জিন, রাসায়নিক দ্রব্য, গাড়ির চেসিস, ঔষধ ইত্যাদি মুলধনী দ্রব্য আমদানি করে। ২০১৪-১৫ সালে এখাতে ব্যয় হয় ২৩৩ কোটি মার্কিন ডলার।

৪. **অন্যান্য দ্রব্য:** বাংলাদেশ মটরগাড়ি, কাপড়, দুধ, মাখন, নারিকেল তৈল, চিনি, ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যসহ অন্যান্য কতিপয় দ্রব্য আমদানি করে। ২০১৪-১৫ সালে এখাতে ব্যয় হয় ২৪০০ কোটি মার্কিন ডলার।

শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষিত বাণিজ্যের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পাবে সে দেশ সে সব দ্রব্য উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে। বিনিময়ে যে সব দ্রব্য উৎপাদনের আপেক্ষিক সুবিধা কম সে সব দ্রব্য আমদানি করবে। এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হল: ১। মুষ্টিমেয় দ্রব্য রপ্তানি এবং অধিক সংখ্যক দ্রব্য আমদানি, ২। মুষ্টিমেয় দেশের সাথে বেশির ভাগ বাণিজ্য, ৩। বিলাস দ্রব্যের আমদানি ও ৪। জনশক্তি রপ্তানি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হল:

ক. জাপান খ. যুক্তরাষ্ট্র গ. ভারত ঘ. চীন

২। প্রধান আমদানিকারক দেশে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির কত ভাগ ?

ক. ৩০.০৬ ভাগ খ. ৪০.০৬ ভাগ গ. ২০.০৬ ভাগ ঘ. ৫০.০৬ ভাগ

৩। বাংলাদেশের বাণিজ্যের কত ভাগ সমুদ্রপথে সংঘটিত হয়?

ক. ৮০ ভাগ খ. ৯০ ভাগ গ. ৭০ভাগ ঘ. ৬০ ভাগ

৪। কত সনে ওয়েজ আর্নারস স্কীম ব্যাপকভাবে চালু হয়?

ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কলিম মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। জমিতে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দিয়ে কোনোভাবে পরিবারের ভোগ ব্যয় নির্বাহ করেন। তার প্রতিবেশী কৃষক চাঁন মিয়া মুনাফার উদ্দেশ্যে কৃষিকাজ পরিচালনা করেন। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেন।

ক. কৃষি এর তিনটি উপখাত কি?

খ. কৃষি বলতে কি বোঝায়?

গ. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে চাঁন মিয়ার কাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। বাংলাদেশের শিল্পখাত অনগ্রসর । সেবাখাত সীমিত, বাংলাদেশের জন্য সংরক্ষিত বাণিজ্য প্রযোজ্য।

ক. বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান কত শতাংশ?
খ. বাংলাদেশের শিল্পখাত অনগ্রসর কেন?
গ. উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সেবা খাতের তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য কিভাবে অনুকূলে আনা যায় বিশ্লেষণ কর।

৩। সেবা খাত দেশের জনগণের জন্য করা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ যা ব্যতিত রাষ্ট্রের উন্নয়ন অব্যাহত থাকে না।
ক. সেবা খাত কাকে বলে?
খ. পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।
গ. সেবা খাতের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়?
ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৪। রাজশাহী অঞ্চলের কিছু সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকর্তা যৌথ প্রচেষ্টায় দেশি আশ্বিনী জাতের আমের সাথে অন্য আরেক জাতের আমের সংমিশ্রনের মাধ্যমে নতুন আমের জাত বাতি-৪ উদ্ভাবিত করে, যা আশ্বিনী আমের মৌসুম শেষ হবার পরও দুইমাস পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়। তাই ওখানকার অনেক ক্ষুদ্র কৃষক আয় বৃদ্ধির জন্য একত্রে এ জাতীয় আম চাষে উদ্যোগী হয়।
ক. বাংলাদেশের জনগনের প্রধান পেশা কী?
খ. বাংলাদেশে কি উন্নত নাকি উন্নয়নশীল দেশ? ব্যাখ্যা করুন।
গ. কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষি কর্মকর্তাগণ বাতি-৪ জাতের আমের উদ্ভাবন করেন? পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি জমি একত্রীকরণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়? এতে কি সুবিধা হয়, নিজের মতামত দিন।

৫। দেশের রপ্তানি এবং আমদানি দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির মুল নির্ণায়ক।
ক. প্রবাসীদের অর্থ GDP এর শতকরা কত?
খ. বাংলাদেশের বাণিজ্যের উদ্দেশ্য কী?
গ. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৬। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন–

A→	ধান, পাট, আখ গম তুলা, চা	B→	পাট শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প কাগজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প

ক. অর্থনৈতিক খাত কী?
খ. সেবা খাত বলতে কী বোঝায়?
গ. 'A' খাতের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল– ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. 'A' ও 'B' খাত একে অপরের উপর নির্ভরশীল– বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৯.১:	১। গ	২। ঘ	৩। গ	৪। খ
পাঠ ৯.২:	১। ঘ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ
পাঠ ৯.৩:	১। খ	২। গ	৩। খ	
পাঠ ৯.৪:	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	
পাঠ ৯.৫:	১। খ	২। গ	৩। খ	৪। খ